ঈশ্বর ত্রিপাঠীর কবিতা

১.
অর্থনীতির ক্লাসে
ছাত্রছাত্রীদের আমি সযত্নে
নিদর্শন মুদ্রার সংজ্ঞা বুঝিয়ে দিই-

যার লিখিত মূল্য অভ্যন্তরীণ মূল্য থেকে বেশি
যেমন আজকের যে কোনও ধাতুমুদ্রা
একটাকা দু টাকা ও পাঁচ টাকা
অথবা কাগজি নোট

বোঝাতে বোঝাতে হঠাৎ
পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে
একটা ভয়ংকর কাঁপুনি
কানের লতি অবধি নড়িয়ে দেয়

নিরর্শন মুদ্রায় মতো
আমিও কি নিদর্শন কবি।

সমগ্র জীবন শুকনো কাঠ
হৃদপিন্ডে চাঙড়া পাথর

তবু শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে আজও
গেঁথে তুলি শূন্যগর্ভ
দেবতার স্বর্ণ ইমারত।

১১.
কুহকিনী নয়, একমাত্র বিশ্বস্ত বান্ধবী
কখনো যায় না ছেড়ে, রেগেমেগে
যদি যেতে বলি, জেদী বালিকার মতো
কাঁধে ঝুলে থাকে

গনগনে দুপুর কন্ঠস্বরে
বলে, আমি বিয়ে –করা বউ তোমারই
এই যে শরীর নিয়ে ঘুরছ ফিরছ, মজা করছ
এ আমার ঘরবাড়ি। শয্যা পাতা বুকের ভেতর

ওই মেয়েটির নাম আশা
আমার জন্মের দিনক্ষণ তারও

একদিন বলেছিল, তোমার মৃত্যুর পরও
যে সব অমর ছবি এঁকেছে তাদের বুকে নিয়ে
আমি চিরকাল বাঁচব মৈত্রেয়ীর মতো।

২৬.
শিল্পী কি সন্ন্যাসী হবে?
খসড়া চিত্রনাট্য পড়ে পূজনীয় স্যর
অম্লান দত্ত জিজ্ঞাসা রাখলেন

ছাত্রটি তুখোড় তর্কে
এতক্ষণ সভাস্থ সকলকে
স্তম্ভিত ও হতভম্ব করে রেখেছিল

এখন সে থমকে গেল
বেকুবের মতো কিছুক্ষণ
স্যারের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে
মঞ্চ থেকে নেমে এল হেঁটমাথা
তারপর চুপচাপ, অসুস্থের মতো এক ঘোরে

সহজের রাস্তা থেকে বিপরীত মুখে
আসা যাওয়া শুরু করবে ভেবে
শিল্প ও সন্ন্যাস দুই বিষধর সাপের ছোবল
আজীবন খেয়ে চলল

স্থির বিষয়ের দিকে সোজাসুজি হাঁটা
কিছুতেই ঘটে উঠল না।